একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩২.০০.০০০০.০৬০.৯৯.০১৮.১৮-১৭৬

তারিখঃ ১৭/১২/২০১৮

বিষয়ঃ **পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুরোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনজুরী প্রিভেনশান এন্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ - এর কৌশলপত্রের ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৯/১১/২০১৮ তারিখ বেলা ০২.০০ টায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাছিমা বেগম *এনডিসি* এর সভাপতিত্বে **পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুরোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিনার্গস, বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Drowning Prevention Partnership" প্রকল্পের কৌশলপত্রের ওপর একটি** সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সংঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

১৭/১২/২০১৮

(কিসমত জাহান ফেরদৌসি)
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
২। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা ।
৩। নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ইন্জুরী প্রিভেনশান এন্ড রিসার্চ, (CIPR-B), বাড়ি নং- বি- ১৬২, রোড নং ২৩, নিউ ডিও এইচ এস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
৪। অতিরিক্ত সচিব (শিশু ও সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। এষা হোসেন, পার্টনারশীপ লীড, সিনার্গস, বাংলাদেশ।
৬। জনাব বদরুল আলম তরফদার, সিনিয়র স্পেশালিষ্ট, লিঁয়াজো এন্ড পলিসি, সিনার্গস, বাংলাদেশ।
৭। জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, রিসার্চ ইনভেষ্টিগেটর, আইসিডিডিআর'বি, ঢাকা।
৮। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চত্বর, ঢাকা।
৯। উপ-প্রধান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অধিশাখা
পরিবহন পুল ভবন
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩২.০০.০০০০.০৬০.৯৯.০১৮.১৮-৯৭৬ তারিখঃ ১৭/১২/২০১৮

বিষয়ঃ- **পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুরোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনজুরী প্রিভেনশান এন্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ - এর কৌশলপত্রের ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।**

চেয়ারপারসন : নাছিমা বেগম, এনডিসি
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
তারিখ ও সময় : ২৯ নভেম্বর ২০১৮, দুপুর ২.০০টা
অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা : পরিশিষ্ট- "ক" তে দেয়া হলো।

সভার প্রারম্ভে সচিব মহোদয় সকলকে স্বাগত জানান এবং সভার বিবেচ্য বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপনের আহবান জানান।

২। আলোচনাঃ

(২.১) CIPR-B এর প্রতিনিধি জনাব এশা হোসেন তাঁর উপস্থাপনায় বলেন প্রতিবছর পৃথিবীতে ৩৭২,০০০ (তিন লক্ষ বাহাত্তর হাজার) জন মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়। এ ধরণের মৃত্যুর ৯০ শতাংশেরও বেশী নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। গবেষণায় দেখা যায়, ৫০ শতাংশেরও বেশী মানুষের মৃত্যু ঘটে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ টার মধ্যে। পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান এবং পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটিয়ে এ অনাকাংখিত অকাল মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(২.২) তিনি আরও বলেন যে, ২০১৬ সালে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনজুরী প্রিভেনশন এ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি) এবং আইসিডিডিআরবি'র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩০ জন শিশু পানিতে ডুবে মারা যায় (যাদের বয়স ৫ বছরের নীচে)। ৬৮% শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ পর্যন্ত। ৮০% শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে বাড়ী থেকে ২০ মিটার দূরত্বে এবং ৭৮% শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে বাড়ীর পাশে পুকুর ও জলাশয়ে।

(২.৩) জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে রিসার্চ প্রকল্প হিসেবে আচল নামে যে প্রকল্প বাংলাদেশে চলমান আছে, তার অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে, গ্রামীন অঞ্চলে ২৫০০ চলমান কমিউনিটি ডে-কেয়ার সেন্টার, যার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন একজন আচল মা। এই কমিউনিটি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে পাঁচ বছরের নীচে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে প্রায় ৭০%। শিশুর কল্যাণ বিষয়টি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেটভুক্ত হওয়ায় এ ধরণের কার্যক্রম বিস্তৃত আকারে গ্রহণ করতে সভায় অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয় বলেন যে, এ মন্ত্রণালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার আইন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, খুব শীঘ্রই তা অনুমোদিত হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে চলমান আচলের ডে-কেয়ার সেন্টারের মডেল মন্ত্রণালয়ের মডেল থেকে ভিন্ন। আচল কর্তৃক সাঁতার শেখানোর কার্যক্রম জিওবি অর্থায়নে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। মন্ত্রণালয়ের উপ প্রধান বলেন যে, আচল মডেলটি অন্যান্য মডেল থেকে ভিন্ন, তার একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনায় থাকলে ভাল হতো।এ ক্ষেত্রে আচল মডেলে সাঁতার শিখন কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে প্রতিটি সেন্টারের ব্যয় কেমন তার একটি চিত্র থাকা বাঞ্চনীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় বলেন যে, বর্তমান সরকার মহিলা ও শিশু মিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বড় বড় মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সমীক্ষার প্রয়োজন হয়। অতঃপর তিনি বলেন চলমান আচল প্রকল্পের সাঁতার শিখন কার্যক্রমের ওপর একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সিদ্ধান্তসমূহঃ

(৩.১) চলমান আচল প্রকল্পে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

(৩.২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি টিম চলমান আচল প্রকল্পের (নমুনাভিত্তিক) সাঁতার কার্যক্রম সুবিধাজনক সময়ে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(৩.৩) পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুরোধে ভবিষ্যতে কার্যক্রম গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে উপ প্রধান জনাব এস এম শাকিল আখতার এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক জনাব আনজির লিটন দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নাছিমা বেগম, এনডিসি)
সচিব